প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২২ নভেম্বর, ২০১৮

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিশ্চয়তার আহবান শ্রমিক নেতাদের ...

তাজরিন ফ্যাশনের ভয়াবহ ট্র্যাজেডির ০৬ (ছয়) বছর উপলক্ষে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর উদ্যোগে আজ ২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায় ঢাকার সিরডাপ অডিটোরিয়ামে **'কর্মক্ষেত্র দূর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকের জন্য কার্যকরী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ'** বিষয়ক জাতীয় কর্মশালায় শ্রমিক নেতারা এ দাবী জানান।

কর্মশালায় বিদ্যমান শ্রম আইনে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিধানসমূহ উপস্থাপন করেন মোঃ বরকত আলী, উপ-পরিচালক (আইন), ব্লাস্ট। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইনের বিধান এবং বাস্তবতার তফাত তুলে ধরেন। সর্বশেষ সংশোধনীতে ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিহত শ্রমিকের জন্য ২ লক্ষ টাকা দেয়া হয় যা অপর্যাপ্ত। তিনি আরো তুলে ধরেন যে, শ্রম আদালতের বিবেচনায় যদি ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ শ্রম আদালত দিতে পারে, কিন্তু বাস্তবে খুব অল্প মামলায় এই নজির পাওয়া যায়।

ক্ষতিপূরণ বিষয়ে উচ্চ আদালতের বিভিন্ন রায় ও নির্দেশনা উপস্থাপন করেন তাকবীর হুদা, গবেষণা বিশেষজ্ঞ, ব্লাস্ট। তার উপস্থাপনায় তিনি তুলে ধরেন কোন কোন বিষয়ের উপর বিবেচনা করে উচ্চ আদালত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে থাকে। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রে আয় যত বেশী, ক্ষতিপূরণও তত বেশী এবং বয়স যত কম ক্ষতিপূরণও তত বেশী- এই সূত্রগুলি ব্যবহার করে যোগ্যতা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়। ক্যাথরিন মাসুদ কেস, বাংলাদেশ বেভারেজ কেস, এমভি নাসরিন কেসগুলোর আলোকে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাসমূহ তাকবীর হুদা উপস্থাপন করেন।

আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র বলেন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি যথাযথভাবে উত্থাপন না করতে পারার দীনতার দায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদেরও, কারণ শ্রমিক সংগঠনগুলো বহু দলে বিভক্ত। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের ন্যায্য দাবি আদায়ে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সংঘবদ্ধ থাকার বিকল্প নেই।

কর্মশালায় ব্লাস্ট কর্তৃক তৈরীকৃত 'শ্রমিক জিজ্ঞাসা' নামক মোবাইল অ্যাপস প্রদর্শন করেন এবং এই অ্যাপসের মাধ্যমে শ্রমিকগণ কিভাবে সুবিধা পেতে পারে তা ব্যাখ্যা ব্লাস্টের প্রকল্প ব্যবস্থাপক তৈয়্যবুর রহমান।

কর্মশালার সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে ব্লাস্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য ও হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ এফ আব্দুর রহমান বলেন যে ২০০৬ সালের শ্রম আইন বারংবার সংশোধনের পরেও শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ এখনো পর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয় না। ২০১৮ সালের সংশোধনীতে শুধুমাত্র ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ব্যতীত উচ্চ আদালতের রায়ে যে নির্দেশনা দেয়া আছে তার প্রতিফলন নেই। ক্ষতিপূরণ বিষয়ক উচ্চ আদালতের নির্দেশনা যদি কেউ বাস্তবায়ন না করে তবে কনটেম্পট পিটিশন দাখিল করে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে। তিনি বলেন যে ক্ষতিপূরণ নিয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষ দূরীকরণে আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের পূর্বে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গণশুনানি আয়োজন করা উচিত।

ব্লাস্টের প্রধান আইন উপদেষ্টা এবং সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক তার বক্তব্যে বলেন যে এই আলোচনা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। তিনি বলেন যে

ব্লাস্ট শ্রমিকদের পর্যাপ্ত এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে আইনে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামী দিনে এদেশের শ্রমিকরা যেন স্বাভাবিক নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারে সেই জন্য কাজ করে যাবে।

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের আহবায়ক ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ড. হামিদা হোসেন বলেন তাজরিন এবং রানা প্লাজায় দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের যে অর্থ দেয়া হয়েছে তা অনুদান মাত্র কোনভাবেই ক্ষতিপূরণ নয়। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে উচ্চ আদালতের নির্দেশে গঠিত কমিটি ১৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রস্তাবনা দেয়া সত্ত্বেও তা এখনো বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। তিনি শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেন নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে ভোট চাইতে এলে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস চাইতে বলেন।

কর্মশালায় তাজরীন ফ্যাশন এবং রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা তাদের ঘটনা পরবর্তী জীবন সংগ্রাম, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পাওয়া, ক্ষতিপূরণ না পাওয়া ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন। কর্মশালায় আরও বক্তব্য প্রদান করেন সেইফটি এন্ড রাইটসের নির্বাহী পরিচালক সেকান্দার আলী মিনা।

কর্মশালার দ্বিতীয় অধিবেশনে আই এল ও এর প্রোগ্রাম অফিসার নওশিন শাফিনাজ শাহ্ জানান সরকার, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে শ্রমিকদের জন্য 'স্থায়ী ক্ষতিপূরণ বীমা' চালুর জন্য আলোচনা ও উদ্যোগ চলমান আছে তবে মালিকপক্ষ এ বিষয়ে এখনও কোন মতামত প্রদান করনেনি। বিলসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ জাফরুল হাসান ক্ষতিপূরণে প্রদানের আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করা উচিত। তিনি শ্রমিকদের ইন্স্যুরেন্স স্কীমের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিশ্চয়তার উপর জোর দেয়ার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহবান জানান।

উল্লেখ্য যে, তাজরীন দিবসকে সামনে রেখে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের পক্ষ হতে আগামী ২৪শে নভেম্বর, ২০১৪ ইং তারিখ সকল নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা জানাতে সকাল ৯.০০টায় জুরাইন কবরস্থানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, ১ মিনিট নীরবতা পালন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। এছাড়াও সকাল ১০.৩০ মিনিটে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে র‍্যালী ও মানব বন্ধন কর্মসূচিতে ব্লাস্ট অংশগ্রহণ করে। ব্লাস্টের পক্ষ হতে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের প্রতি হয়রানী মূলক আচরণ সহ সকল শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য নিরসন, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতের দাবীতে প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহন করবেন। পাশাপাশি ব্লাস্ট এর পক্ষ হতে বিভিন্ন জেলা সমুহে আদালতসমুহের সম্মুখে মানব বন্ধন কর্মসূচী পালন করা হচ্ছে।

বার্তা প্রেরক:
মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসী এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd